যায়যায়দিন

তারিখ 27 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভোকেশনাল শিক্ষাক্রমের সমস্যাগুলো দূর করুন

বৃত্তি কথাটির অর্থ হচ্ছে জীবিকা নির্বাহের জন্য কর্ম বা পেশা অর্থাৎ যে শিক্ষা ব্যবস্থায় মানুষ কোনো একটা বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা লাভ করে জীবিকার্জনের যোগ্যতা অর্জন করে। তাই বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু করা প্রয়োজন। এছাড়া ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হলে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেই ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করানো একান্ত প্রয়োজন। ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বেকারমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হলে ভোকেশনাল শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য দ্রুত শিক্ষানীতি কার্যকরকরণ ও সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত চালুকরণ ও নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে অষ্টম শ্রেণীতে জেএসসি (ভোক) / পিএসসি (ভোক) চালু করে। কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষার ক্ষেত্রে বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি ও তার সর্বোচ্চ ব্যবহার করলে এবং ভোকেশনাল শিক্ষা প্রসারের জন্য সব ধরনের মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার করলে। ট্রেডগুলোর নাম যুগোপযোগী করলে (যেমন-ড্রেস মেকিংয়ের পরিবর্তে জেনারেল গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচার) ও আধুনিক সিলেবাস প্রণয়ন করলে। সব সরকারি টিএসসি'তে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য কম্পিউটার ট্রেড ও বাংলাদেশে প্রধান রপ্তানি খাত পোশাক শিল্পের উন্নয়নের দিক লক্ষ্য রেখে ও নারীদের কারিগরি শিক্ষার কথা চিন্তা করে ড্রেস মেকিং ট্রেড চালুকরণ। বর্তমানে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে ভোকেশনাল শিক্ষাক্রমের প্রতিষ্ঠানগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ভোকেশনাল শিক্ষা অধিদপ্তর ও ভোকেশনাল শিক্ষা বোর্ড গঠন করা প্রয়োজন ও জেলা পর্যায়ে অধিদপ্তরের কার্যালয় স্থাপনকরণ এবং চিফ ইন্সট্রাক্টর পদমর্যাদার কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান। ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা, ২ বছর মেয়াদি এসএসসি ও এইচএসসি (ভোক), ২ বছর, ১ বছর, ৬ মাস, ৩ মাস ও ১ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণের সিলেবাস ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্য এনসিটিবি-এর মতো ন্যাশনাল কারিকুলাম ভোকেশনাল, টেকনিক্যাল ও মেডিক্যাল টেক্সট বুক বোর্ড গঠন করা প্রয়োজন। ভোকেশনাল শিক্ষাকে জেনারেলিকরনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ও এর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য এবং শিক্ষার্থীদের কাছে বৃত্তিমূলক শিক্ষা আকর্ষণীয় করে সহজভাবে উপস্থাপনের জন্য ১৯৭২ সালে প্রণীত কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের আলোকে ভোকেশনাল শিক্ষাক্রমের সিলেবাস সাধারণ বিষয় : ট্রেড বিষয় হবে ৫০ : ৫০ অর্থাৎ সাধারণ বিষয় যদি ৬টি বিষয়ে ৫০০ নাম্বার হয় সেক্ষেত্রে ট্রেড বিষয়ও ৬টি বিষয়ে ৫০০ নাম্বার হবে ও চতুর্থ বিষয় হিসেবে থাকবে বাস্তব প্রশিক্ষণ। সরকারি-বেসরকারি ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ ১২ বছরের, চিফ ইন্সট্রাক্টর ১০ বছরের, সুপারিনটেনডেন্ট ৮ বছরের, সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট ০৬ বছরের, ইন্সট্রাক্টর ৫ বছরের ও জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর ০০ বছরের ট্রেড ইন্সট্রাক্টর পদে অভিজ্ঞতাসহ প্রথম বিভাগের পরিবর্তে সব ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমমানের জন্য উন্মুক্তকরণ। মেধাবী শিক্ষার্থীদের ভোকেশনাল শিক্ষায় আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য ও ভোকেশনাল শিক্ষা প্রসারের জন্য বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মতো ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাথে চালু করলে। এইচএসসি (ভোক) এর কার্যক্রম আরো বাড়ানোর জন্য প্রতিটি জেলা সদরে অবস্থিত সংযুক্ত এসএসসি (ভোক) প্রতিষ্ঠানে এইচএসসি (ভোক) চালুকরণ ও পরে তা পর্যায়ক্রমে উপজেলা সদরের সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানে চালুকরণ। বেসরকারি ভোকেশনাল শিক্ষকদের জন্য চাকরি শেষে ১০০ মাসের এককালীন গ্রাচুইটি প্রদান, জীবনবীমা, প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু, প্রতি মাসের চিকিৎসা ভাতার পরিবর্তে পরিবারের সবার জন্য চিকিৎসা বীমা চালুকরণ, এমপিও পেপার শিটের পরিবর্তে অন-লাইন পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে প্রতি মাসের ১ তারিখের মধ্যে প্রেরণ ও প্রতি মাসের মাসিক বেতন ৫ তারিখের মধ্যে প্রদান করলে, সম্মানজনক বাড়িভাড়া প্রদান ও প্রদেয় ভাড়ার মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীদের মতো সরকারি কোয়ার্টার ব্যবহারের সুযোগ ও বছরে কমপক্ষে ২টি পূর্ণাঙ্গ উৎসব ভাতা প্রদান, সরকারি ভোকেশনালে কর্মরত জুনিয়র ইন্সট্রাক্টরদের মতো ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ার বা সমমান ডিগ্রিধারী ট্রেড ইন্সট্রাক্টরদের ১টি সিলেকশন গ্রেড ও ২টি টাইম স্কেল প্রদান করলে, সব বেসরকারি ভোকেশনাল প্রতিষ্ঠানের কর্মরত শিক্ষকদের দ্রুত এমপিওভুক্তকরণ ও এরিয়াসহ বেতন প্রদান, সব বেসরকারি ভোকেশনাল শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য ন্যায্যমূল্যে রেশনিং প্রথা চালুকরণ ও ভ্রমণের জন্য ট্রাভেল আইডি কার্ড প্রদান করলে ভোকেশনাল শিক্ষাক্রমে মেধাবী শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি করা যেতে পারে যার মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন করা সম্ভব।

প্রকৌ: বিপন কুমার দাস
পটুয়াখালী